মাশা আমিনির মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ইস্তাম্বুলে

দৃষ্টিকোণ

মৃত্যু, একনায়কতন্ত্র, প্রতিবাদ

মাশা আমিনি এক প্রতীক হয়ে উঠেছেন। হিজাব-বিরুদ্ধ এক আন্দোলন এখন চাইছে স্বৈরতন্ত্রমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত দেশ।

মাশা আমিনি ছিলেন ইরানের এক বাইশ বছরের কেশরক্ষী কন্যা। কিন্তু বাস্তবানুগ ভাবে মাথা ঢাকতে হবে, এই আইনে মাথা ঢাকার কাপড়ে সেই কেশরক্ষী কন্যার তেল পুরোপুরি মাখেনি, তাই দেশের উত্তর প্রান্ত থেকে তেহরানে ভাইয়ের সঙ্গে আসা এই মেয়েকে মাথা ঢাকার পরবর্ত শেখাতে, ইরানের নীতি-পুলিশের বাহিনী আটক করে নিয়ে গেল গত সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে। তিন দিন পরে জানা গেল সে মারা গেছে। হাসপাতালে তার বাবাকে কখনই দেখতে দেওয়া হয়নি। তিনি শুধু আমিনির চরম দুর্গতি দেখতে পেয়েছিলেন, তাতে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। সংবাদে প্রকাশ, আমিনিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়েই লাঠির মতো কিছু দিয়ে এমন তীব্র আঘাত করা হয়েছিল যে, মাথার পুলিতে ফাটল ধরে এবং হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও বাঁচানো যায়নি। এই মর্মান্তিক প্রকাশের আসার পরেই সমস্ত ইরান জুড়ে শুরু হয়ে যায় প্রতিবাদ। ইসলামি প্রজাতন্ত্রের শাসকরা তালিবান সেনা, পুলিশ এবং বর্বরীয় সশস্ত্র বাহিনীকে নামিয়ে দেয় সেই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ দমন করতে। লাঠি-গুলি-সেরেমনি কিছুই বাদ ছিল না প্রতিবাদ থামানোর জন্যে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদিদের উপরে বিভিন্ন বাহিনীর আক্রমণের ভিডিয়ো সারা পৃথিবী জুড়ে শক্তা দেয়।

আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর অন্যান্য নানা মানবাধিকার সংগঠন সেই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের উপরে সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। এমনকি, নীতি-পুলিশের এ কাজের জন্যে আমেরিকা ইরানের উপর আর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। শুধু লাঠি-গুলি এই সঙ্গে যোগ দেন গানের তালে, জনতার চলনেও। সাদা পোশাকের পুলিশ প্রতিবাদের ছবি তুলে রাখছে, যাতে তাদের পরে চিহ্নিত করা যায়। প্রতিবাদের শুরু থেকে মারা গেছেন ৫৪ জন প্রতিবাদী, জানাচ্ছে আলোবাত ইরান হিউম্যান রাইটস নামে একটি গোষ্ঠী। চরাচরে যা সংখ্যাটি আরও বেশি, যেটি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য করেছে জানা গেলেই জোর থেকে পাবেন বলে হয়তো অনেকেই শুনছে আঘাত নিয়েও প্রকাশে আসেনি। তেমন এক জন আশপ্রহণকারী একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন তিনি শুক্রবার আহত এক বন্ধুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে, সেখান থেকে তাঁর গাড়ি ঘুরে এসেছেন, পাছে তাঁর গাড়িতে প্রাণ হলে কোনও রকমের নথি পাওয়া যায়। শুধু মনুষ্য প্রতিবাদের পথ থেকে সরে আসেনি তাঁরা হিজাবের বাধ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করে, রাজপথে সারা শরীর ঢেকে বোরখা বা হা

SHOT ON REDMI Y3
AI DUAL CAMERA

SHOT ON REDMI Y3
AI DUAL CAMERA

SHOT ON REDMI Y3
AI DUAL CAMERA

সাহিত্য

আনি এরনো আর আমরা

সাহিত্য পড়ার যে আনন্দ, খাঁটি সাহিত্য পড়ার যে ইউফোরিয়া, তা এরনোর লেখার মধ্যে পুরো দমে আছে।

নোবেল প্রাপ্তির পর এরনো জানালেন, 'আমি দার্শিত'

এ বছর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার কার হাতে যাচ্ছে, তা নিয়ে আগ্রহ ছিল অনেকের। এরনোর নাম আলোচনায় ছিল বেশ কয়েক বছর ধরেই। এবার তাঁকে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা আসতে কারও কারও মনে হয়েছে, এটা একটু দেরিতে হলো। ফরাসি ভাষার এই লেখিকা ৮২ বছর বয়সে এসে পেলেন সাহিত্যের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। এরনোর লেখা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হওয়ার কারণ হিসেবে সুইডিশ একাডেমি বলেছে, তাঁর লেখা 'ব্যক্তিগত স্মৃতির শিকড়, সামাজিক বাধার সচেতন বিশ্লেষণ এবং সাহসী ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি'র জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

এই ঘোষণা আসার পর থেকে এরনোর লেখা নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে। ফরাসি ভাষার বাইরে অন্য ভাষায় তাঁর লেখা কতটা অনুবাদ হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এরনোর লেখা নিয়ে আগ্রহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হচ্ছিল, তাঁর লেখা কতটা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, তা খুঁজে দেখা দরকার। খুঁজে দেখলাম, বাংলায় তাঁর লেখা মাত্র দুটি বই অনুবাদ হয়েছে। একটি ২০১৯ সালে প্রকাশিত 'দ্য ইয়ার্স' এবং আরেকটি ২০২১ সালে প্রকাশিত 'দ্য প্লেস'। দুটি বইয়ের অনুবাদক শুভ্রজিৎ মিত্র কর। বই দুটি পড়ে আমার মনে হয়েছে, এরনোর লেখা বাংলা পাঠকের কাছে আরও বেশি পরিচিত হওয়া দরকার। তাঁর লেখা আরও বেশি অনুবাদ হওয়া দরকার।

এই লেখা যখন লিখছি, তখন আমার হাতে 'দ্য প্লেস' বইটি। বইটির প্রচ্ছদে লেখা আছে, 'এরনো এই বইয়ে তাঁর বাবার জীবন নিয়ে লিখেছেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন দোকানদার, যিনি ফরাসি সমাজের নিচু স্তরে জন্মেছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় সমাজের উঁচু স্তরে উঠে আসেন। তাঁর বাবা-মায়ের সম্পর্ক, তাঁর বাবার সঙ্গে তাঁর